গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীন সংগ্রহ শাখা

অভ্যন্তরীণ আমন ২০২২-২০২৩ সংগ্রহ কার্যক্রম সফল করার লক্ষ্যে অনলাইন মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ ইসমাইল হোসেন এনডিসি সচিব
সভার তারিখ	১২ ও ১৩ ডিসেম্বর ২০২২
সভার সময়	দুপুর ৩.৩০ ও ২.৩০ ঘটিকা
স্থান	অনলাইন
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক'

বর্ণিত তারিখসমূহে মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয় পর্যায়ক্রমে ঢাকা, রাজশাহী, সিলেট, ময়মনসিংহ, রংপুর, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণের সাথে অনলাইন মতবিনিময় সভায় সংযুক্ত হন। সভায় এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণসহ খাদ্য অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণও অংশগ্রহণ করেন।

২। সভার শুরুতে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, সংগ্রহ ও সরবরাহ অনুবিভাগ সভায় সংযুক্ত সকলকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানান। তিনি অবহিত করেন যে, অভ্যন্তরীণ আমন ২০২২-২০২৩ সংগ্রহ মৌসুমে ধান ও সিদ্ধ চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ৩.০০ লক্ষ মে.টন ও ৫.০০ লক্ষ মে.টন। এ লক্ষ্যমাত্রা সফল করার জন্য ইতোমধ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় হতে ১৭টি নির্দেশনা সম্বলিত পরিপত্র জারি করা হয়েছে। তিনি পরিপত্রে উল্লেখিত ১৭টি নির্দেশনার মধ্যে ৬ নম্বর ক্রমিকের নির্দেশনা বিশেষভাবে উল্লেখ করে, ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ এর মধ্যে ৭০%, ৩১ জানুয়ারি ২০২৩ এর মধ্যে ৯০% এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ এর মধ্যে ১০০% চাল সংগ্রহ সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করেন। এ পর্যায়ে তিনি সভার সভাপতি মহোদয়কে সূচনা বক্তব্য দেয়ার অনুরোধ করেন।

৩। সভার সভাপতি ও সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকসহ সংযুক্ত সকলকে স্বাগত জানান। সভাপতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সভায় অবহিত করেন যে, পুষ্টি নিশ্চিত ও খাদ্য অপচয় রোধ করার জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে প্রকাশিত "নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পারিবারিক নির্দেশিকা" মোড়কটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উন্মোচন করেছেন। খাদ্য জ্ঞান সমৃদ্ধি করার লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে এই নির্দেশিকা মাঠ পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে ১৫ হাজার পরিবারকে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে যারা খাদ্য ব্যবসায়ী আছেন তাদের মাধ্যমে ৮৫ হাজার পরিবারসহ মোট ১ লক্ষ পরিবারকে ৩০ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখের মধ্যে পৌঁছে দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। অতঃপর তিনি অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ ২০২২ সফল করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অভ্যন্তরীণ আমন সংগ্রহ ২০২২-২০২৩ অনুরূপভাবে সফল করার জন্য সকলকে আন্তরিকভাবে কাজ করার আহ্বান করেন। এছাড়াও সভাপতি অবহতি করেন যে, অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য কার্যক্রমে সংগ্রহ মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে ২% উৎসে কর আরোপ নিয়ে যে সমস্যা উদ্ভব হয়েছিল তা ইতোমধ্যে সমাধান করা হয়েছে। আগামী ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত ২% উৎসে কর আরোপ প্রযোজ্য হবে না। তিনি ১৫ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখের মধ্যে মিলমালিকদের সাথে চুক্তি সম্পন্ন করে চুক্তিকৃত চাল নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করার জন্য সংযুক্ত সকলকে অনুরোধ করেন।

এ পর্যায়ে তিনি মাননীয় মন্ত্রীকে সভার প্রারম্ভিক বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন।

৪। মাননীয় মন্ত্রী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে শহিদ, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ শহিদ, সম্ভ্রমহারা ২ লক্ষ মা-বোন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নির্মমভাবে নিহত বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সদস্যবৃন্দ ও জাতীয় চার নেতাসহ শাহাদাতবরণকারী সকলের আত্মার শান্তি কামনা করেন। তিনি বিজয়ের মাসের সকলের প্রতি রক্তিম শুভেচ্ছা ও অভিন্দন জ্ঞাপন করেন। তিনি বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকসহ সংযুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভায় অবহিত করেন যে, সংগ্রহ অভিযান প্রতি বছরই করা হয় এটা নতুন কিছু নয়। বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকবৃন্দ, জেলা ও উপজেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ জাতীয় মজুত গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকলেই সম্মিলিতভাবে কাজ করছেন। মাঠ পর্যায়ের কোনো কর্মকর্তার কারণে যেন কৃষক হয়রানির শিকার না হয় তা নিশ্চিত করাসহ শান্তিপূর্ণভাবে ধান দিতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অনুরোধ জানান। একই সাথে মিলমালিকগণ যেন হয়রানির শিকার না হন সে দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে মর্মে উল্লেখ করেন। বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবসায়ীদের খাদ্যশস্য লাইসেন্স গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে এবং খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীদের প্রতি ৭ (সাত) দিনের ক্রয় ও বিক্রয় প্রতিবেদন খাদ্য বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। কেউ যাতে অনুমোদিত পরিমাণের অধিক পরিমাণ খাদ্যশস্য অবৈধভাবে মজুত করতে না পারে তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মনিটরিং জোরদার করতে হবে। তিনি চুক্তিকৃত মিলমালিকদের উদ্দেশ্যে জানান নিম্নমানের চাল খাদ্য গুদামে নিতে যেন অনুরোধ না করেন। মাননীয় মন্ত্রী উল্লেখ করেন, যে সকল মিলমালিক অভ্যন্তরীণ আমন সংগ্রহ ২০২২-২০২৩ মৌসুমে চুক্তির চাল শতভাগ সরবরাহ করবেন তাদেরকে পুনঃবরাদ্দ প্রদান করা হবে। তিনি বলেন বাজার মনিটরিং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইতোপূর্বে ফুড গ্রেইন লাইসেন্স এর বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া আছে। তারপরও ফুড গ্রেইন লাইসেন্স না থাকলে স্পটে লাইসেন্স প্রদান করতে হবে। তিনি জানান ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে খাদ্য বিভাগের প্রতিটি কাজ ডিজিটালাইজ করা হচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে কৃষকের দোড় গোড়া থেকে ধান সংগ্রহের জন্য কৃষকের অ্যাপের মাধ্যমে ধান সংগ্রহ চলমান রয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী নির্ধারিত সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী সংগ্রহ কার্যক্রম সফল করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিকভাবে কাজ করার অনুরোধ করেন।

৫। মতবিনিময় সভায় সকল বিভাগীয় কমিশনার অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের বিষয়ে বিভাগীয় পর্যায়ের প্রস্তুতি সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন।

জনাব মোঃ শফিকুর রেজা বিশ্বাস, বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ "নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পারিবারিক নির্দেশিকা" প্রকাশের উদ্যোগটিকে প্রিভেন্টরি সাইটে একটি বড় উদ্যোগ মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। এই উদ্যোগের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ সুস্থ থাকা ও পরিমিত খাদ্য গ্রহণের বিষয়টি সম্পর্কে আরো অবগত হবেন। উদ্যোগটি সফল করার জন্য মাঠ পর্যায়ের সকলেই সচেষ্ট থাকবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জনাব জি এস এম জাফরউল্লাহ্ এনডিসি, বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী সংগ্রহ কার্যক্রম চলাকালীন অনলাইন মতবিনিময়ের মতো সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। চুক্তি সময়সীমা বৃদ্ধি এবং ২% কর কর্তন আরোপ অব্যাহতি হওয়ায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জনাব জহিরুল ইসলাম, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন ও এপিএমবি), ঢাকা সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন "নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পারিবারিক নির্দেশিকা" টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি এবং তার আওতাধীন জেলা প্রশাসকবৃন্দ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বুকলেটটি সাধারণ পরিবারের হাতে পৌঁছে দিবেন মর্মে সভায় অবহিত করেন। এছাড়াও তিনি সংশ্লিষ্ট

সকলের সাথে সমন্বয় করে সংগ্রহ কার্যক্রম সফল করার বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জনাব মো: আমিন উল আহসান, বিভাগীয় কমিশনার ,বরিশাল জানান এ মৌসুমে সম্ভাব্য উৎপাদন হয়েছে ২৪,৮৯,০০০.০০ মে.টন। ইতোমধ্যে বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সভা সম্পন্ন হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আমন সংগ্রহ সম্পন্ন হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জনাব মোঃ আশরাফ উদ্দিন, বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম জানান সিদ্ধ চাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বিভাগ কিছুটা পিছিয়ে আছে। কক্সবাজার এবং তিন পার্বত্য জেলায় সিদ্ধ চালের কোনো লক্ষ্যমাত্রা নেই। ২% উৎসে কর আরোপের কারণে ফেনী ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় মিলারদের সাথে চুক্তির অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। সভায় ২% কর আরোপের বিষয়টি অবহিত হওয়ায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল জেলায় চুক্তি সম্পাদন সম্পন্ন হবে মর্মে তিনি সভায় অবহিত করেন।

জনাব মো: সাবিরুল ইসলাম, বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর জানান রংপুর বিভাগে যে বরাদ্দ প্রদান হয়েছে ইতোমধ্যে তার ৭৩% চুক্তি মিলমালিকদের সাথে সম্পন্ন হয়েছে। তিনি লাইসেন্স প্রাপ্ত মিলমালিকগণকে রিপোর্ট প্রদান করার ক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকবৃন্দকে অনুলিপি প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করেন। এতে রিপোর্টের ভিত্তিতে মিলমালিকদের বিরুদ্ধে অবৈধ মজুত অভিযান পরিচালনা করা সহজ হবে।

জনাবমোঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরী, বিভাগীয় কমিশনার,খুলনা জানান খুলনা বিভাগে আমন ধান উৎপাদন ভালো হয়েছ। মাঠ পর্যায়ে সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সভা ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। সংগ্রহ কার্যক্রম শতভাগ সফল হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

৬। অনুষ্ঠিত সভায় ০৮ টি বিভাগের জেলা প্রশাসকগণ চলতি আমন ধান ও চালের সরকারি মূল্য নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। চাল সংগ্রহে মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে ২% উৎসে কর অব্যাহতি হওয়ায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মিলমালিকদের সাথে চুক্তির বিষয়ে অগ্রগতি হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এছাড়াও অবৈধ মজুত প্রতিরোধ অভিযান চলমান রয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। সভায় সংযুক্ত জেলা প্রশাসকবৃন্দ যথাসময়ে বরাদ্দ বিভাজনসহ প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান এবং অনলাইন মতবিনিময় সভার মাধ্যমে সকল বিষয় স্পষ্টীকরণের জন্য মাননীয় মন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অভ্যন্তরীণ আমন সংগ্রহ ২০২২-২০২৩ মৌসুমে সংগ্রহ সফল করার জন্য খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তাগণকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা প্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

৭। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। তারা খাদ্য মন্ত্রণালয় হতে জারিকৃত নির্দেশনা সম্বলিত পরিপত্র অনুযায়ী মিলমালিকের সাথে চুক্তি সম্পন্ন করে রোডম্যাপ অনুযায়ী চাল সংগ্রহ কার্যক্রমকে সফলভাবে সম্পন্ন করবেন মর্মে সভায় অবহিত করেন। এছাড়াও তারা জানান অবৈধ মজুতদারদের বিরুদ্ধে মজুতবিরোধী অভিযান কর্মসূচি চলমান রয়েছে।

৮। পরিচালক (সংগ্রহ), খাদ্য অধিদপ্তর জানান ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ পর্যন্ত ধান ও চাল সংগ্রহের সময়সীমা নির্ধারিত আছে। এ মন্ত্রণালয় থেকে জারিকৃত পরিপত্র মোতাবেক রোডম্যাপ করে ধান ও চাল সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণকে অনুরোধ করেন। তিনি জানান রংপুর ও রাজশাহী বিভাগে সংগ্রহ সম্ভাবনা বেশি থাকায় যে সকল মিলমালিক চাল সরবরাহ করতে সক্ষম হবেন তাদেরকে পুনঃবরাদ্দ দেয়ার সুযোগ আছে। এছাড়াও তিনি অবহিত করেন যে, ৫.০০ লক্ষ মে.টন সিদ্ধ চাল বিভাজনের মধ্যে মাঠ পর্যায়ে হাস্কিং মিলের অনুকূলে ১,৩৬,৪২২.০০ মে. টন এবং অটোমেটিক মিলের অনুকূলে ৩,৬৩,৫৭৮.০০ মে.টন বরাদ্দ দেয়া হয়, যা হাস্কি ও অটোমেটিক মিলের ছাঁটাই ক্ষমতার মাত্র ২২%। এই ছাঁটাই ক্ষমতার ২২% সিদ্ধ চাল সরবরাহ করা মিলমালিকদের পক্ষে

খুবই সহজ মর্মে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি গত অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ ২০২২ মৌসুমে যেভাবে শতভাগ সংগ্রহ সফল করেছেন সেই আন্তরিকতা নিয়ে চলতি আমন সংগ্রহ মৌসুমেও কাজ করার জন্য মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাকে অনুরোধ করেন।

৯। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর জানান কেউ যেন অবৈধ মজুত করতে না পারে এবং কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টি করে চালের মূল্য বৃদ্ধি করতে না পারে এ বিষয়ে ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। খাদ্য গুদামগুলোতে কৃষক বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য তিনি খাদ্য বিভাগীয় কর্মকর্তাদের অনুরাধ জানান। এছাড়াও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সংগ্রহ কার্যক্রম নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য বিভাগ, জেলা ও উপজেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত সকলকে আন্তরিকতার সাথে সম্মিলিতভাবে কাজ করার অনুরোধ জানান। ফুড গ্রেইন লাইসেন্স ছাড়া যেন কেউ ব্যবসা করতে না পারে সে বিষয়ে তিনি মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পুনরায় নির্দেশনা প্রদান করেন।

অতঃপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

১। অভ্যন্তরীণ আমন ২০২২-২০২৩ সংগ্রহ মৌসুমে ধান ও চালের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জন নিশ্চিত করতে হবে;
২।অভ্যন্তরীণ খাদ্য শস্য সংগ্রহ নীতিমালা ২০১৭ অনুসারে বিনির্দেশ সম্মত ধান ও চাল সংগ্রহ নিশ্চিত করতে হবে। কোনোভাবেই বিনির্দেশ বহির্ভূত ধান ও চাল ক্রয় করা যাবে না;
৩। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ০৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখের পরিপত্র অনুযায়ী দ্রুততার সাথে জেলা, উপজেলা এবং গুদামভিত্তিক রোডম্যাপ তৈরি করে সে অনুসারে সংগ্রহ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে;
৪। তৈরিকৃত রোডম্যাপ সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলার খাদ্য বিভাগের ওয়েবসাইটে আবশ্যিকভাবে আপলোড করতে হবে;
৫। কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ চলতি আমন সংগ্রহ ২০২২-২০২৩ মৌসুমে বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সঠিকভাবে নিরুপণ করে স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত করবেন;
৬। পরিদর্শনকালে লাইসেন্সবিহীন ধান ও চাল এর ব্যবসায়ী পাওয়া গেলে স্পটে লাইসেন্স প্রদান করতে হবে;
৭। বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গঠিত সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সদস্যগণ আবশ্যিকভাবে চালের মূল্য বৃদ্ধি ও অবৈধ মজুত রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন;
৮। ধান সংগ্রহকালে গুদাম কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক কোনো কৃষক যাতে হয়রানির শিকার না হন সেটি নিশ্চিত করতে হবে। একইসাথে মিলারবৃন্দ যেন হয়রানির শিকার না হয় সে বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে;
৯। সংগ্রহকালে কৃষকের নিকট থেকে অতিরিক্ত ধান বা ধলতা নেওয়া যাবে না এবং এরুপ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
১০। বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবসায়ীদের খাদ্যশস্য লাইসেন্স গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে এবং খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীদের প্রতি ৭ দিনের ক্রয় ও বিক্রয় প্রতিবেদন খাদ্য বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে;
১১। কেউ যাতে অনুমোদিত পরিমাণের অধিক পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুত করতে না পারে তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মনিটরিং জোরদার করতে হবে;
১২। গুদামে স্থান সঙ্কুলান না হলে চলাচল সূচি প্রণয়ন নীতিমালা, ২০০৮ অনুসারে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে দ্রুততার সাথে স্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিধি মোতাবেক চলাচল সূচি জারি করবেন;
১৩। প্রতিদিন বিকেল ৫.০০ টার মধ্যে সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর থেকে ধান ও চাল সংগ্রহের তথ্য ও দৈনিক বাজারদর ই-মেইলে খাদ্য অধিদপ্তরের সংগ্রহ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে;
১৪। অ্যাপের মাধ্যমে ধান সংগ্রহের জন্য অ্যাপের প্রচার বৃদ্ধি করতে হবে। এছাড়াও ধান সংগ্রহের বার্তাটি মাইকিং, লিফলেট বিতরণ ও স্থানীয় কেবল টিভি স্ক্রলে প্রদর্শনের মাধ্যমে বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
১৫। কোনোভাবেই বরাদ্দ আদেশ পেন্ডিং রাখা যাবে না। মিলমালিকগণের সাথে চুক্তি সম্পাদনের পর দ্রুত চালের বরাদ্দপত্র

প্রদান নিশ্চিত করতে হবে;

১৬। ধান সংগ্রহের পর দ্রুত ছাঁটাইয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৭। চলতি মৌসুমে যে সকল মিলমালিক নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই বিনির্দেশ সম্মত চাল সরবরাহ সম্পন্ন করবেন তাদেরকে প্রণোদনা হিসেবে পুনরায় চাল বরাদ্দ প্রদান করা হবে;

১৮। সংগৃহীত প্রতিটি চালের বস্তায় সর্বশেষ নির্দেশনা অনুযায়ী স্টেনসিল প্রদান নিশ্চিত করতে হবে;

১৯। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকবৃন্দের নিবিড় মনিটরিং অব্যাহত রাখতে হবে এবং পাশাপাশি মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ সংগ্রহ কার্যক্রম মনিটরিং করবেন;

২০। অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যশস্য সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ আদেশ ২০২২ অনুযায়ী মিলমালিকগণ পাক্ষিক রিপোর্ট রিটার্ন দাখিল করবেন। এ ক্ষেত্রে দাখিলকৃত রিপোর্ট রিটার্নের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকবৃন্দকে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য খাদ্য অধিদপ্তর অফিস আদেশ জারি করবে;

২১। অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ সংক্রান্ত নীতিমালা এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের ও খাদ্য অধিদপ্তরের সময়ে সময়ে জারিকৃত নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে;

২২। উক্ত নির্দেশনা সকল বিভাগের জন্য প্রযোজ্য হবে।

অতঃপর আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভার সভাপতি সংযুক্ত সকলকে ধন্যবাদ ও মাননীয় মন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ ইসমাইল হোসেন এনডিসি
সচিব

স্মারক নম্বর: ১৩.০০.০০০০.০৪৩.৩৫.০০৩.২২.২৮১

তারিখ: ৬ পৌষ ১৪২৯
২১ ডিসেম্বর ২০২২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) মহাপরিচালক (গ্রেড-১), খাদ্য অধিদপ্তর
২) বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
৩) অতিরিক্ত সচিব , সংগ্রহ ও সরবরাহ অনুবিভাগ, খাদ্য মন্ত্রণালয়
৪) অতিরিক্ত সচিব (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়
৫) মহাপরিচালক, মহাপরিচালক (এফপিএমইউ), খাদ্য মন্ত্রণালয়
৬) জেলা প্রশাসক (সকল)
৭) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)
৮) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, খাদ্য মন্ত্রণালয়
৯) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)

শারমিন ইয়াসমিন
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ শাখা
খাদ্য ভবন, ১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০
www.dgfood.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.৫০৭.২২.২৭৫

তারিখ: ১১ পৌষ ১৪২৯
২৬ ডিসেম্বর ২০২২

অবগতি/ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

২৬-১২-২০২২
মোঃ রায়হানুল কবীর
পরিচালক
ফোন: +৮৮-০২-৪১০৫০১৭৮
ইমেইল: dproc@dgfood.gov.bd

আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)

স্মারক নম্বর: ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.৫০৭.২২.২৭৫/১(১২৭)

তারিখ: ১১ পৌষ ১৪২৯
২৬ ডিসেম্বর ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল: (জেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১) অতিরিক্ত সচিব , সংগ্রহ ও সরবরাহ অনুবিভাগ, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালকের দপ্তর, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩) বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
৪) পরিচালক (সকল), খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫) জেলা প্রশাসক (সকল)
৬) উপসচিব , অভ্যন্তরীন সংগ্রহ শাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
৮) তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা, মন্ত্রীর দপ্তর, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য।
৯) সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। পত্রটি খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১০) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, (সকল)
১১) মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, মহাপরিচালকের দপ্তর, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।

২৬-১২-২০২২

মোঃ রায়হানুল কবীর
পরিচালক